কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

১৭-২১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে সম্ভাব্য আকস্মিক বন্যার কারণে হাওড় অঞ্চল (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা জেলা) এর জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ।

প্রকাশের তারিখ: ১৪/০৪/২০২০

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তর, ইউরোপীয় ইউনিয়নভিত্তিক আবহাওয়া সংস্থা ECMWF এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আবহাওয়া সংস্থা NOAA এর তথ্য অনুযায়ী আগামী ১৭/০৪/২০২০ তারিখ থেকে ২১/০৪/২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ভারতের মেঘালয় ও আসামের বরাক অববাহিকায় ভারী (১০০মি.মি. থেকে ২৫০মি.মি.) বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

১৭/০৪/২০২০ তারিখ থেকে ২০/০৪/২০২০ তারিখ পর্যন্ত চার দিন মেয়াদে এই অঞ্চলে ক্রমপুঞ্জিভূত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিম্নরূপ:

স্থান	১৭/০৪/২০২০ থেকে ১৮/০৪/২০২০	১৮/০৪/২০২০ থেকে ১৯/০৪/২০২০	১৯/০৪/২০২০ থেকে ২০/০৪/২০২০	২০/০৪/২০২০ থেকে ২১/০৪/২০২০	মোট বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
সিলেট	৫০	৮০	৫০	৫০	২৩০
সুনামগঞ্জ	৫০	৫০	৫০	৭০	২২০
নেত্রকোনা	৩৫	৪০	৪০	৬৫	১৮০
হবিগঞ্জ	৪০	৪৫	৩০	৩৫	১৫০
মৌলভীবাজার	৪০	৫৫	৩০	৩৫	১৬০
মেঘালয়	৪০	৪০	৩৫	৬৫	১৮০
আসাম (বরাক অববাহিকা)	৪০	৪৫	২৫	৩০	১৪০
ত্রিপুরা	৪০	৩৫	৩০	৩০	১৩৫

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী সাত দিনের ক্রমপুঞ্জিভূত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

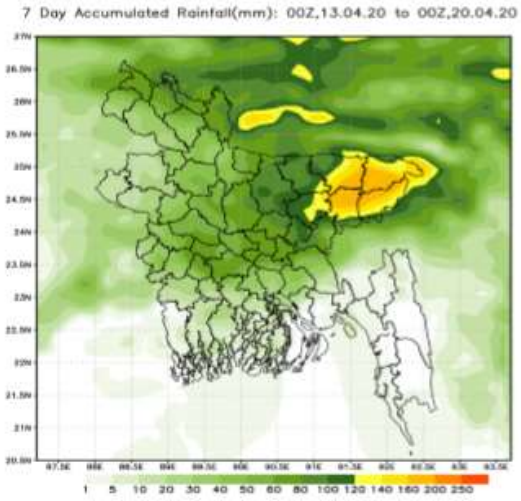

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ত আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস

ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার সুরমা, কুশিয়ারা, সারিগোয়াইন, লুভাছড়া, যদুকাটা, ঝালুখালি, কংস, সোমেশ্বরী, খোয়াই ও মনু নদীর পানি সমতল এবং পরবর্তীতে কিশোরগঞ্জের ধনু-বাউলাই নদীর পানি সমতল দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।

এই সময়ে সুনামগঞ্জের যদুকাটা, সিলেটের সারিগোয়াইন এবং নেত্রকোনার কংস ও সোমেশ্বরী নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা রয়েছে ফলে এই নদীগুলোর সংলগ্ন এলাকায় স্বল্পমেয়াদি আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তীতে, ২১/০৪/২০২০ তারিখের পর থেকে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হাওড় অঞ্চলে আকস্মিক বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দন্ডায়মান ফসল রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত জরুরি পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো:

১। বোরো ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে দ্রুত সংগ্রহ করে নিরাপদ ও শুকনো জায়গায় রাখুন।
২। দ্রুত পরিপক্ক সবজি, মসুর ও গম সংগ্রহ করে ফেলুন।
৩। নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন যেন ধানের জমিতে পানি জমে না থাকতে পারে।
৪। জমির আইল উঁচু করে দিন।
৫। ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা রাখুন।
৬। সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রদান থেকে বিরত থাকুন।
৭। বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
৮। কলা ও অন্যান্য উদ্যানতাত্বিক ফসল এবং সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
৯। জরুরি খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নীচু এলাকা থেকে উঁচু এলাকায় স্থানান্তরের জন্য নৌকার ব্যবস্থা রাখুন।
১০। গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী উঁচু জায়গায় রাখুন।
১১। পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন বন্যার পানিতে মাছ ভেসে না যায়।